প্রশ্ন । ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

উত্তর। পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ হল প্রকৃত শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদের স্বার্থ নির্ধারণের প্রশ্নে সংবিধান বিশারদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নেহেরু, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী। অপর এক শ্রেণির বিশারদ রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

সংবিধানের ৫৩ (১) ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে বিবিধ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। এগুলি হল- (১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৪) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৬) অন্যান্য ক্ষমতা।

(১)A. শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা : ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসক। সংবিধান অনুযায়ী তিনি নিজে বা তার অধস্তন কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে প্রথমেই তার নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতার কথা বলা যায়। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, ভারতের এটর্নি জেনারেল, সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যবৃন্দ, অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রমুখ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। মন্ত্রীসভার সদস্য, রাজ্যপাল, এটর্নি জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের অপসারণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, অডিটর জেনারেল প্রমুখ ব্যক্তিদের অপসারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

B.রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল তার সামরিক ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন। যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির রয়েছে।

c.রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার তৃতীয় দিকটি হল তার পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা। তিনি বিদেশে ভারতীয় কূটনীতিবিদদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি তার নামে সম্পাদিত হয়। তবে পার্লামেন্টের অনুমোদন ভিন্ন তা বলবৎ হয় না।)

D.রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার চতুর্থ দিকটি হল তার তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা। ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

(২)A. আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা : পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টীয় অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত রাখতে পারেন। তিনি লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন। তবে দুটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

B. পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় তিনি ১২ জন সদস্য মনোনীত করতে পারেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়ে কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে এ সমস্ত সদস্য মনোনীত হন। এছাড়া অনধিক ২ জন ব্যক্তিকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন।

C. পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে বা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। তাছাড়া কোনও বিল বা অন্য কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বাণী পাঠাতে পারেন।

D. পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি ভিন্ন আইনে পরিণত হতে পারে না। অর্থবিল ছাড়া অন্য যে কোন বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন অথবা সংশ্লিষ্ট বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের কাছে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রপতি অর্থবিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না।

E. সংবিধান অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট যখন অধিবেশনে থাকে না তখন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন।

(৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা : ভারতীয় রাষ্ট্রপতির হাতে যে সমস্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল : (ক) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন অর্থবিল লোকসভায় উত্থাপন করা যায় না। (খ) প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য বাজেট অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেন। (গ) আকস্মিক ব্যয় সংকুলান তহবিল (Contingency Fund of India) রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত রয়েছে। (ঘ) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে।

(৪) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতির বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- (ক) সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি। (খ) দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ স্থগিত বা হ্রাস অথবা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি।

(৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা..... ভারতে রাষ্ট্রপতির তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা রয়েছে—(ক) জাতীয় জরুরি অবস্থা, (খ) রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা এবং (গ) আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

(৬) অন্যান্য ক্ষমতা : উপরিউক্ত ক্ষমতাবলি ছাড়াও রাষ্ট্রপতির হাতে কিছু অন্যান্য ক্ষমতাও রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ, কার্যকাল ও চাকুরির শর্তাবলি স্থির করা। (খ) সুপ্রিম কোর্টের আদেশ বলবৎ করার জন্য নিয়মাবলি তৈরি করা। (গ) দিল্লির লেফটানেন্ট গভর্নরকে নিয়োগ করা। (ঘ) তপশিলি অঞ্চল ও তপশিলি উপজাতি এবং অসমের তপশিলি অঞ্চলসমূহের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা। (ঙ) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতির উপরোক্ত ক্ষমতা যতখানি তত্ত্বগত, ততখানি বাস্তব নয়। কারণ, রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র, প্রকৃত শাসক নন। দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতা লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করলেও জাতিকে শাসন করেন না। ব্রিটিশ রাজা বা রানির ন্যায় ভারতীয় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য। ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইন পাস হবার পর রাষ্ট্রপতিকে নিঃসন্দেহে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে অভিহিত করা যায়।